

লেবানন এবং আমার সহকর্মীরা

কাজী জহিরুল ইসলাম

মেয়েটির নাম লিলি গিদাহ। আমি তখনো জানতাম না ওর বাড়ি লেবাননে। আর দশটা লেবানিয় মেয়ের মতোই উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ত্বক, সুগঠিত শরীর। অত্যন্ত আকর্ষণীয় গুরুনিতম্ব, কিঞ্চিৎ ভারী বুক আর সুডৌল বাহুযুগল মেয়েটিকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সত্যি কথা বলতে কি ওর দিকে একবার তাকালে আরো একবার তাকানোর আকাঙ্ক্ষা পুরুষমানুষেরই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।



আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওর ঠোঁট কাঁপছে। ওর একটি হাত আমার টেবিলের ওপর। হাতের আঙুলগুলি টেবিলের পাটাতনে স্থির থাকছে না। থিথির করে কাঁপছে। ও কি আমাকে ভয় পাচ্ছে? গোপনে খবর নিয়ে জেনেছি আমার জুনিয়র সহকর্মীরা আমাকে খুব সিরিয়াস ধরনের একজন বস মনে করে এবং আমার সঙ্গে কথা বলতে নাকি ভয়ও পায়। কিন্তু এই মেয়েতো আমার সাব-অর্ডিনেট না। ও কাজ করে অনুসির (ইউনাইটেড ন্যাশনস অপারেশনস ইন কোত দি ভোয়া) ফুয়েল ইউনিটে। আমাকে ভয় পাবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। আমি ওকে সহজ করার জন্য বাঁ দিকের ডাবল সোফাটি দেখিয়ে বললাম, বসো। ও বসলো না। আমার দিকে একটা এপ্লিকেশন বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এ মাসের টাকাটা অ্যাডভান্স চাই। বেতন হবার আগেই বাড়ি যাবো। অতিরিক্ত দু'মাসের অবৈতনিক ছুটিও নিয়েছি। ফিরবো সেপ্টেম্বরের শেষে। কথাগুলো বলেই ও কেঁদে ফেললো।

জাতিসংঘের কোন অফিসে নারীর কান্না খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার। তা-ও একজন পুরুষ সহকর্মীর অফিসে। যৌন নির্যাতনের মামলায় ফেঁসে যাবার ভয় আছে। এতে শুধু চাকরী হারানোই না, আরো নানারকম অপমানজনক হয়রানীর সম্ভাবনাও থাকে। আমি ওকে যতোই সহজ করার চেষ্টা করছি ওর কান্নার দমক ততোই বাড়ছে। এক পর্যায়ে ওর হেচকি থেমে এলে আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে? ও বললো, গতকাল আমার লেবাননে যাবার কথা ছিল। আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু একটা ঝামেলায় বিয়ের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় গতকাল যাওয়া হয় নি। আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি। ওর চোখ আবারো ছলছল করে উঠলো। ও কি আবারো কাঁদবে? বিয়ের তারিখ এক সপ্তাহ পিছিয়েছে, এতে এমন কান্না-কাটির কি আছে? কি বেহায়া মেয়ে রে বাবা! আমি তখনো খবরের কাগজ খুলিনি, গতরাতে বিবিসিও দেখা হয় নি। লিলির কাছেই প্রথম শুনলাম। গতরাতে ঠিক যে সময়টাতে ওর বৈরুত বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা, ঠিক তখনি ইসরাইলীরা বৈরুত বিমানবন্দরে বোমা হামলা চালায়। বিয়ের

তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় ও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকে। ‘তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন’। তবে আগামী সপ্তাহে দেশে যেতে পারবে কি-না এ অনিশ্চয়তার শঙ্কা ওর চোখে-মুখে।

লিলির এপ্লিকেশনটি এপ্রুভ করে দিয়েই আমি ফোন করলাম ফাদিকে। ফাদি আবুইলিয়াস আমার একজন লেবানিয় সহকর্মী, ওর স্ত্রী নাদাও অনুসিতে কাজ করে। মাসখানেক আগে নাদা মা হয়েছে। এখন বৈরুতে আছে। কেমন আছে নাদা ও নবজাতক, এ খবর নেয়া আমার একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করছি। ফাদির কণ্ঠে উত্তেজনা। ওর জানা সবগুলো ইংরেজী গালি ঝেরে দিলো ইসরাইলীদের উদ্দেশে। সেই সাথে কিছু গালির ভাগ মার্কিনীরাও পেল। লেবানন তাদের জাতিগত কনফ্লিক্ট মিটিয়ে ফেলেছে অনেক আগেই। ওরা সংবিধান সংশোধন করে ঠিক করে নিয়েছে, ম্যারোনাইট (ক্যাথলিক সমগোত্রীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) সম্প্রদায় থেকে মনোনীত ব্যক্তিই হবেন দেশের প্রেসিডেন্ট, একজন সুন্নি মুসলমান হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের স্পীকার হবেন একজন শিয়া মুসলমান। ফাদি আবুইলিয়াস, নামটি শুনেই মনে হয় একজন মুসলমানের নাম কিন্তু ফাদি মুসলমান না। ও হলো ম্যারোনাইট খ্রীষ্টান। ফাদির রুমে ছুটে গেলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, কেন হঠাৎ ইসরাইলের এই আক্রমণ? আমাকে হতাশ করে দিয়ে ফাদিও ইসরাইলীদের মতো হিজবুললাহকেই দায়ী করলো এই সমস্যার শিকড় হিসাবে।



লেবাননের আভ্যন্তরীণ এবং আঞ্চলিক কনফ্লিক্টের বয়স অনেকদিন। জাতিসংঘের একটি শান্তিরক্ষা মিশন (ইউনিফিল) ওখানে কাজ করছে ১৯৭৮ সাল থেকে। মিশনের মূল কাজ ছিল লেবানন থেকে ইসরাইলীদের সরে যাওয়া নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করত: লেবানিয় সরকারকে তার ভূ-খন্ডে অর্থরিচি প্রতীষ্ঠা করতে সহযোগীতা করা। বর্তমানে ইউনিফিলে দুই হাজার মিলিটারীর একটি জাতিসংঘ ফোর্স মোতায়েন আছে। একশ মিলিয়ন ডলারের একটি ছোট্ট অপারেশনাল বাজেটের মধ্যে কাজ করছে ইউনিফিল।

সাড়ে দশ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের একটি ছোট দেশ লেবানন। মোট জনসংখ্যা ১ কোটি হলেও প্রায় ৬৫ লক্ষ লোক বাস করে দেশের বাইরে। পশ্চিম আফ্রিকা, ফ্রান্স এবং আমেরিকাতেই বেশীরভাগ লেবানিয় অধিবাসী প্রবাসী হয়েছে।

লেখাটি শুরু করেছিলাম ইসরাইল কর্তৃক বৈরুত বিমানবন্দর আক্রমণের পরদিন সকালে। নানান ঝামেলায় শেষ করতে পারিনি। আজ যখন শেষ করছি তখন পানি অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই ৩১২ জন লেবানিয় নিহত হয়েছে। বৈরুতসহ লেবাননের নানা জায়গা ধ্বংসজ্ঞে পরিণত হয়েছে। আমেরিকা তাদের নাগরিকদের লেবানন থেকে সরিয়ে নিয়ে ইসরাইলকে আক্রমণে উক্ষে দিয়েছে। জাতিসংঘ ফোর্সের বেশ ক'জন গুরুতর আহত হয়েছে। বরাবরের মতোই আমেরিকা এ ঘটনার জন্য 'হিজবুল্লাহ'-কে দায়ী করেছে। এতে করে ইসরাইল আরো বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসের 'আই-ওয়াশ' সফর ব্যর্থ হয়েছে। সারা পৃথিবীতে ইসরাইলী বর্বরতার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে।

মিডিয়াতে এসব দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে লিলির নিষ্পাপ মুখটিই কেবল বারবার ভেসে উঠছে। ও কি বৈরুতে পৌছাতে পেরেছে? এই যুদ্ধের ডামাডোলের ভেতর ওর কি বিয়ে হয়েছে? লেবানিয় কণেরা কি বিয়ের অনুষ্ঠানে হাতে মেহদি পরে? লেবানিয় কণেরা মেহদি পরুক আর না পরুক আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠা লিলির মেহদি রাঙা হাত দুটি যেন রঙে লাল হয়ে না ওঠে এই প্রার্থনাই করি।

২৬ জুলাই, ২০০৬

আবিদজান, আইভরিকোস্ট